

47

নড়াইলে লক্ষাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী যথাসময়ে পাঠ্যবই পাবে না

নড়াইল জেলা সংবাদদাতা : নতুন শিক্ষা বছরে পদাপণের সময় হলেও জেলায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আওতাধীন লক্ষাধিক শিশু পাঠ্যপুস্তক সময়ে মত না পাওয়ার আশঙ্কায় ভুগছে। অভিজাবকগণ এ ব্যাপারে উদ্বেগ। পাঠ্যপুস্তক এখনও বিদ্যালয়গুলোতে পৌছানোর আশা সুদূর পরাহত। গত বছরও পাঠ্যবই পেতে বিলম্ব হয়েছিল বিধায় '৯৯ সালে ক্লাস শুরু হতে মার্চ মাস লেগে যায়।

নড়াইল জেলায় প্রাথমিক-শিক্ষার হালচিহ্ন সম্পর্কে বোজ-খবর নিয়ে জানা যায়, জেলায় ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা ১ লাখ ৭ হাজার ৯শ' ৮ জন। তন্মধ্যে জেলার ২শ' ৮৭টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১শ' ৭০টি রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩০টি স্যাটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৯টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিশু শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ৩৪ জন। অর্থাৎ ৭ হাজার ৯শ' ৭৪ জন গমনোপযোগী শিশু আদৌ কোন বিদ্যালয়ে যায় না। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকের পদ ১ হাজার ২শ' ৮০টি কিন্তু কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা ১ হাজার ২শ' ২৬ জন। ৫৭ জন শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। পদগুলো সবই প্রধান শিক্ষকের বলে জানা গেছে। স্যাটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক রয়েছেন ৫১ জন ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৭ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন।

আরও জানা যায়, ১৯৯৩ সালে যে সকল শিশু প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল, ১৯৯৭ সালে তা থেকে বরে পড়ে ৪ হাজার ৫শ' ৯৩ জন। এর শতকরা হার ২০ জন। অপরদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তি ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলার ৩টি থানার ৮টি

ইউনিয়নে ৯৮টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু আছে। এই কর্মসূচীতে ৮ হাজার ১শ' ৯৩টি দরিদ্র পরিবারের ৮ হাজার ৮শ' ২৯ শিশু শিক্ষার্থী সুবিধা ভোগ করছে। পরিবারগুলোর প্রতিটি প্রতিমাসে ৩০ কেজি হারে গম পাচ্ছে। এসব বিদ্যালয়ে শিশুদের উপস্থিতি অন্যান্য বিদ্যালয়ের চেয়ে বেশী।

নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হতে যাচ্ছে, তবু এনজিও গণসাহায্য সংস্থার ৪৯টি বিদ্যালয়ের অচলাবস্থা কাটিয়ে না ওঠায় জেলার ১০ হাজার শিশু শিক্ষার্থী এসব ফুলে পড়ালেখা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। গত বছর মাঝামাঝি সময় থেকে এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিপর্যয়ের শিকার হয়। জেলায় লক্ষাধিক শিশু শিক্ষার্থীর জন্য বিদ্যালয়ে পাঠ্যবই না পৌছানোর বছর শুরুতেই এই বিপুলসংখ্যক ছেলে-মেয়ে হোঁচট খাবে।